যুগান্তর

তাং 12 NOV 2012 ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নু রু ল ই স লা ম না হি দ

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা কিছু বিভ্রান্তি

গত ৪ নভেম্বর সারাদেশে স্কুল ও মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে জাতীয় ভিত্তিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি)/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যা নিয়ে কিছু জাতীয় দৈনিক এবং কয়েকটি টেলিভিশন 'বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত' এবং 'এরা অনেকে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে গেছে' বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কেউ কেউ এ বিষয়কে প্রতিদিনই বড় করে দেখাচ্ছেন। বিষয়টির সত্যতা যাচাই না করে অনেক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। টকশোতেও কেউ কেউ বিষয়টি বারবার তুলে ধরছেন।

এ বিষয়টির যে উৎস অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন সেখানে যে সত্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি তা কারও যাচাই করার সুযোগ নেই, যাদের আছে তারাও কোন যাচাই না করে অনেক লেখালেখি বা বক্তব্য দিচ্ছেন। সংবাদপত্রে যারা প্রতিবেদন লিখেছেন (অনেকে নিজের নামে লিখেছেন), তাদের আসল বিষয়টি অজানা নয়। আমরা ৩১ অক্টোবর ওই পরীক্ষা বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেস কনফারেন্স করে সব তথ্য লিখিতভাবে সাংবাদিকদের হাতে দিয়েছি। আবার ৪ নভেম্বর পরীক্ষার হল পরিদর্শন শেষে উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের কাছেও বলেছি। যারা রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন, তারা ভালোভাবেই সব তথ্য জানেন এবং তাদের হাতে লিখিত তথ্য রয়েছে। সঠিক তথ্য প্রতিবেদনে না দেয়ায় সব পাঠক এমনকি অনেক সম্পাদক ও লেখকও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

আমার বিরুদ্ধে এবং আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে কেউ কেউ সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য দিয়ে প্রচারণা চালান। আমি তার প্রতিবাদ করি না। বরং সত্যিই এমন দোষ-ত্রুটি আমাদের আছে কিনা তা ভালো করে যাচাই করে দেখি। আমার দায়িত্ব নেয়ার প্রথম থেকেই সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিরাট সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে আসছি। সাংবাদিক ভাই-বোন, সম্পাদক, কলাম লেখক, টিভি আলোচকরা আমাদের অনেক অনেক প্রশংসা, সমর্থন, উৎসাহ দিয়ে আসছেন। আমি সব সময়ই বলে আসছি এগুলো আমাদের জন্য প্রেরণাদায়ক। তাদের পরামর্শ আমাদের কাজে সহায়ক হয়েছে। যারা আমাদের সমালোচনা করেন এবং ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেন একইভাবে তাও আমাদের কাজে বিরাট অবদান রাখছে। আমরা তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতেও তারা আমাদের এভাবে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন এবং ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন, আমরা তা শুধরে নেব।

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যাকে 'ঝরে পড়ে গেছে' বলে প্রচার করে সবার মধ্যে যে একটি ভুল তথ্য পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এবং এজন্য যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য এ লেখা। একথাও পরিষ্কার বলে রাখছি, অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সঠিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু পত্রিকায় শিরোনাম দেয়া হয়েছে, 'প্রথম দিনে অনুপস্থিত ৬৮ হাজার পরীক্ষার্থী'। কেউ কেউ রিপোর্টের ভেতরে 'এরা ঝরে পড়ে গেল', 'শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেল'— এভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছেন এ শিক্ষার্থীরা আর লেখাপড়া করতে পারবে না। একটি দৈনিকের শিরোনামই করা হয়েছে, 'প্রথম দিনেই ঝরে গেল ৬৮ হাজার শিক্ষার্থী'। এমনকি একটি দৈনিক প্রথম দিনের অনুপস্থিত সংখ্যা ও দ্বিতীয় দিনের অনুপস্থিত সংখ্যা যোগ করে শিরোনাম দিয়েছেন, 'জেএসসি-জেডিসিতে দুই দিনে অনুপস্থিত এক লাখ ১৪ হাজার শিক্ষার্থী'। সব জাতীয় পরীক্ষার দিন সন্ধ্যার মধ্যে আমরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে ওই দিনের পরীক্ষার তথ্যগুলো সবার কাছে (মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট যারা) সরবরাহ করে থাকি। এতে উপস্থিতির সংখ্যা, অনুপস্থিত, বহিষ্কার ইত্যাদি সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে থাকি। এটা গোপন কিছু নয় বরং দিনের শেষে সব সম্ভাব্য তথ্যই আমরা প্রকাশ করি।

আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিতির সংখ্যা দেখলে বেশ বড়ই মনে হয়। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে দেড় লক্ষাধিক বিশেষ পরীক্ষার্থীর প্রতিদিন পরীক্ষা নেই। প্রতিটি পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণও করবে না। এক-দুই-তিন বিষয়ের মধ্যে যার যেদিন পরীক্ষা আছে সেদিনই পরীক্ষা দেবে। এসব বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে যদি কেউ 'এরা ঝরে পড়ে গেল' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং প্রকৃত তথ্য যাচাই না করে সেই প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে কেউ কেউ যদি সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লেখেন তাহলে পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশ, সমাজ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর বাস্তবতা বিবেচনা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। চার বছর আগে এসব তথ্য বা এ ধরনের উদ্যোগ ও চেষ্টা তো করাই হয়নি। আমাদের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য আমাকে শাস্তি দিন, কিন্তু আমাদের সন্তানদের (শিক্ষার্থীদের) নিরুৎসাহিত ও হতাশ করবেন না। সবার কাছে এ আমার বিনীত অনুরোধ।

আসল সত্যটি এখানে সবার অবগতির জন্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ৩১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ৫ পৃষ্ঠার কাগজপত্র সাংবাদিক ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে মুখে বলা হয়েছে। আমি নিশ্চিত সব তথ্যই স্পষ্টভাবে ওই কাগজপত্রে উল্লেখ আছে।

এ বছর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯,০৮,৩৬৫ জন। এর মধ্যে জেএসসি ১৫,৫৩,৫৭৫ এবং জেডিসি ৩,৫৪,৭৯০ জন। সব মিলে ছাত্র ৪৭% এবং ছাত্রী ৫৩%। অর্থাৎ জেএসসি-জেডিসি মিলে ছাত্র সংখ্যা ৮,৯৬,৮৬২ এবং ছাত্রী ১০,১১,৫০৩ জন। ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা ১,১৪,৬৪১ জন বেশি। এই পরীক্ষা চালুর পর ২০১০ সাল থেকে এবার ২০১২ সালে তিন বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪,১৫,৫৬৩ জন। শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যে কমছে না, বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এই তথ্যই প্রমাণ করে।

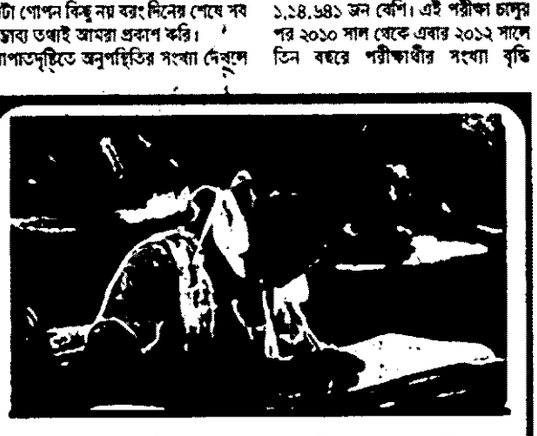

যে কোন পরীক্ষায়ই কিছু পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে। আমাদের দেশের বাস্তবতায় আমরা সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসছি, ধরে রাখা বা ঝরে পড়া ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিন বছর আগে যেখানে ৫ম শ্রেণীর আগেই ৪৮%, মাধ্যমিকে ৪২% ঝরে পড়ত (তখন ভর্তিও হতো অনেক কম) আজ সেখানে তা অর্ধেকের বেশি কমে এসেছে।

জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো ঝরে পড়া কমিয়ে আনা এবং এক সময় তা বন্ধ করা। ঝরে পড়া এখন প্রতি বছরই কমছে, শিক্ষার্থীও বাড়ছে। তাছাড়া এই পরীক্ষা শিক্ষার মান বৃদ্ধি, সারাদেশে সমমান অর্জন, আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠাসহ নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করছে।

পরীক্ষার্থীরা যাতে ঝরে না পড়ে এবং শিক্ষাজীবন অব্যাহত থাকে সেজন্য আমরা যথাসাধ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। এর মধ্যে অন্যতম হল যারা পরীক্ষায় ফেল করে বা অন্য কারণে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে না, তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য আমরা আগ্রহী করে তুলি, তাদের সমস্যা যথাসাধ্য দূর করে আবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণে নিয়ে আসি। এদের বলা হয় 'অনিয়মিত পরীক্ষার্থী'। এবার অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হল ১,৭২,৬৮৪ জন। এরা আগে ফেল করেছে অথবা ঝরে পড়েছিল, তাদের এবারে পরীক্ষায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, গত বছর যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে এক, দুই বা তিন বিষয়ে ফেল করেছে। ফেল করার কারণে তারা যাতে কোনভাবে ঝরে না পড়ে এবং শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখে সে জন্য আমরা তাদের নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দিয়েছি। এ বছরের পরীক্ষায় তারা নিজ নিজ ফেল করা (এক, দুই, তিন) বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেই চলবে। এ রকম পরীক্ষার্থীর নাম দেয়া হয়েছে 'বিশেষ পরীক্ষার্থী'। এ রকম বিশেষ পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে ১,৫৭,০১২ জন। সবাই বুঝতে পারছে এদের পরীক্ষা প্রতিদিন থাকবে না। কারও একদিন, কারও দুই, কারও তিন দিন। তাই এই ১,৫৭,০১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধু তাদের ফেল করা নিজ নিজ বিষয়েই শুধু পরীক্ষা দেবে, অন্য দিনগুলোতে পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রথম দিন যে সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল অর্থাৎ ৬৮,১৫৫ জন, পরের দিন সে সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬,৩৪০ জনে। অর্থাৎ প্রথম দিনে যারা অনুপস্থিত ছিল, দ্বিতীয় দিন তাদের মধ্য থেকে ২১,৮১৫ জন উপস্থিত হয়েছিল। এভাবে তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন প্রথম দিনের চেয়ে ২০ হাজারের বেশি উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং প্রথম দিনের পরীক্ষায় যারা অনুপস্থিত ছিল তারা একেবারেই লেখাপড়া ছেড়ে চলে গেল অথবা ঝরে পড়ে গেল এ রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিযুক্ত নয়।

তাই 'বিশেষ পরীক্ষার্থীর' মধ্য থেকে অর্থাৎ ১,৫৭,০১২ জন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ তিন দিন ছাড়া অন্যান্য দিন অনুপস্থিত থাকবেই। কেউ একদিনই পরীক্ষা দেবে, বাকি সব পরীক্ষার দিন তারা অনুপস্থিত থাকবে। তাই অনুপস্থিতির সংখ্যা দেখে ঢালাও অনুপস্থিত বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। এমন যারা 'ঝরে পড়ে গেছে' বলে চিত্র তুলে ধরেছেন তারাও সুবিচার করবেন না।

তাছাড়া নানা কারণে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের (তাদের সংখ্যা ১,৭২,৬৮৪) মধ্যেও কারও কারও অনুপস্থিত থাকার আশংকা থাকতে পারে। এমনকি নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যেও অনুপস্থিত থাকতে পারে। যে কোন পরীক্ষায়ই কিছু পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে। আমাদের দেশের বাস্তবতায় আমরা সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসছি, ধরে রাখা বা ঝরে পড়া ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিন বছর আগে যেখানে ৫ম শ্রেণীর আগেই ৪৮%, মাধ্যমিকে ৪২% ঝরে পড়ত (তখন ভর্তিও হতো অনেক কম) আজ সেখানে তা অর্ধেকের বেশি কমে এসেছে। ঝরে পড়া নতুন বিষয় নয় বা শুধু বাংলাদেশেরই সমস্যা নয়। অতীতে ভর্তি, ঝরে পড়া, পরীক্ষা, ফলাফল এসবের তো কোন খবরই রাখা হতো না। এখন এসব ক্ষেত্রে আমরা বিরাট পরিবর্তন এনেছি। তারপরও অনেক বড় বড় কাজ বাকি আছে। আপনারা আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন। সঠিক তথ্য দিয়ে সমালোচনা করে গঠনমূলক প্রস্তাব দেবেন, আমরা সব সময়ই তা সাদরে গ্রহণ করছি এবং করব। আমরা সবার সাহায্য প্রার্থী।

নূরুল ইসলাম নাহিদ : *নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*